৫৫

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN 5 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭ .....

প্রসঙ্গঃ সরকারী কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি

গত ২০-১২-৯৮ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত 'সরকারী কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রসঙ্গে' শীর্ষক পত্রটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। পদোন্নতি বঞ্চিত একজন প্রভাষক হিসাবে আমি আমার বেদনার্ত অনুভূতির কথা জানাইতেছি। আমি ১৯৮০ সালে পিএসসির সুপারিশক্রমে একটি জেলা সদরে অবস্থিত সরকারী কলেজে প্রভাষক পদে যোগদান করি। সেই সময়কার আমার একজন ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করিয়া স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হয়। অতঃপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করার পর পরই সৌভাগ্যক্রমে সরকারী কলেজে নিয়োগ লাভ করে। সে পরবর্তী সাত বৎসরের মধ্যে পদোন্নতি পাইয়া বর্তমানে আমার জ্যেষ্ঠ সহকর্মী হিসাবে কর্মরত এবং একটি কমিটির আহ্বায়ক। আর আমি তাহার কনিষ্ঠ সদস্য। স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নেওয়ার পর আমি একটি বেসরকারী কলেজে প্রায় চার বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছিলাম। সেই সময়ে জনৈক সহকর্মীর আমার সহিত সরকারী কলেজে (পি,এস,সি-তে) আবেদন করার মত শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না। এরশাদ সরকারের আমলে কলেজটি সরকারীকরণ হয়। বর্তমানে তিনি আমার অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ এবং বছরতিনেক পূর্বে পদোন্নতি পাইয়া আমার বিভাগীয় প্রধানরূপে কর্তব্যরত। আরও উল্লেখ্য যে, আমার আরও দুইজন ছাত্র আমার সহিত প্রভাষক পদে নিয়োজিত আছে অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষক সবাই প্রভাষক। ইতিমধ্যেই সহকারী অধ্যাপক হিসাবে তাহাদের তিন বৎসর পার হইয়াছে। পদোন্নতি প্রক্রিয়া শুরু হইলেই তাহারা আরেক ধাপ আগাইয়া সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাইবে। আমার ছাত্রীটি অত্যন্ত চৌকস এবং অতিশয় কর্মৎকর্মা। সে অচিরেই কলেজের উপাধ্যক্ষ হইবে এবং বিভাগীয় সহযোগী অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে আমার বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন লিখিবে। সম্ভবতঃ পৃথিবীর ইতিহাসে এবং আমাদের দেশের চাকুরীর ইতিহাসে ইত্যাকার ঘটনা এই প্রথম। ইহাই বোধ হয় বাংলাদেশের শিক্ষা ক্যাডার (সার্ভিস)-এর বৈশিষ্ট্য। আমি আরও বিনীতভাবে উল্লেখ করিতে চাই যে, আমি ১৯৮৪ সালে পিএসসি গৃহীত ইংরেজি মাধ্যমে নিরীক্ষা ও হিসাব বিষয়ক পরীক্ষা, ১৯৮৯ সালে পদোন্নতি/সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই এবং ১৯৯০ সালে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করি। ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, যেসব শিক্ষক সরকারী কলেজ শিক্ষক পদে আবেদন করিবার যোগ্যতা রাখেন না তাঁহারা এরশাদ আমলের হিড়িক পড়া সরকারী কলেজের পৃষ্ঠপোষিত শিক্ষক সমিতি এবং অধুনা ব্যাপক সরকারীকরণের ফলে শূন্য পদগুলিতে বি,সি,এস শিক্ষা সমিতির কর্মকর্তা, যাঁহারা কেহ প্রভাষক, কেহ অধ্যাপক। তাঁহাদের মামলা, পাল্টা মামলায় হাইকোর্টের স্থিতাবস্থার কারণে আমরা সাধারণ প্রভাষকগণ প্রায় জীবন সায়াহ্নে এই মহাদুর্ভোগের শিকারে পরিণত হইয়াছি। উল্লেখিত সমস্যা সমাধানের জন্য অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জনৈক ভুক্তভোগী প্রভাষক